"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা হলে সকলকে জীবনমুক্তির মন্ত্র প্রদানকারী সদ্গুরুর সন্তান গুরু, তোমরা ঈশ্বরের বিষয়ে কখনো মিথ্যা বলতে পারো না"

*প্রশ্নঃ - সেকেন্ডে জীবনমুক্তি প্রাপ্ত করার বিধি এবং তার গায়ন কি?

*উত্তরঃ - সেকেন্ডে জীবনমুক্তি প্রাপ্ত করার জন্য প্রবৃত্তিতে থেকে কমল ফুলের মতন পবিত্র হও। কেবল এই অন্তিম জন্মে পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করো তাহলেই জীবনমুক্তি প্রাপ্ত হয়ে যাবে। এর উপরেই রাজা জনকের উদাহরণের উল্লেখ রয়েছে যে গৃহস্থী জীবনে থেকেও এক সেকেন্ডে প্রতিজ্ঞার উপর ভিত্তি করে জীবনমুক্তি প্রাপ্ত করেছে।

*গীতঃ- এই সময় চলে যাচ্ছে....

ওম্ শান্তি । বাবা আসেন সকলকে সেকেন্ডে জীবন মুক্তি দিতে। গাওয়াও হয়ে থাকে, সকলের সদগতি দাতা, জীবন মুক্তিদাতা হলেন একজন। এক সেকেন্ডে জীবন মুক্তি কেন বলা হয় ? যেমন রাজা জনকের উদাহরণ রয়েছে। ওঁনার নাম ছিল জনক কিন্তু ভবিষ্যতে তিনিই অনুজনক হন। জনকের উদ্দেশ্যে বলা হয়ে থাকে যে তার এক সেকেন্ডে জীবন মুক্তি প্রাপ্ত হয়েছিল, কিন্তু জীবনমুক্তি তো সত্যযুগ-ত্রেতায় বলবে। গুরুরা কানে মন্ত্র দেয়, তাকে বশীকরণ মন্ত্রও বলা হয়ে থাকে। তারা তো সকলেই মন্ত্র দিয়ে থাকে কিন্তু তোমরা পাও মহামন্ত্র, জীবনমুক্তির মন্ত্র। এই মন্ত্র কে দেন? ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারীরা। তারা এই মন্ত্র কোথা থেকে পেয়েছে? সেই সদ্গুরুর থেকে। সর্বোত্তম হলেন একমাত্র বাবাই। তারপর তোমরা বাচ্চারাও সর্বোত্তম হও। তাদের মধ্যে সর্বোত্তম হলো গুরু। তোমরা হলে সদগুরুর সন্তান গুরু। গীতা যারা শোনান তাদেরকেও গুরু বলা হয়ে থাকে। নম্বরের অনুক্রম তো হয়েই থাকে। তোমরাও হলে সত্য বলা গুরু। তোমরা কখনো ঈশ্বরের বিষয়ে মিথ্যা বলো না। সর্বপ্রথমে তোমরা পবিত্রতার উপরেই বুঝিয়ে থাকো যে বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করো আমরা কখনো বিকারে যাব না। মিথ্যা ইত্যাদি না বলা এ তো হলো কমন(সাধারণ) কথা। মিথ্যা অনেকের থেকেই বেরোতে থাকে। কিন্তু এখানে সেই কথা নেই। এখানে হলো পবিত্রতার কথা। গৃহস্তী জীবনে থেকে এই অন্তিম জন্মে আমরা বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করি যে আমরা কমল পুষ্পের মতন পবিত্র হয়ে থাকব। তাহলে এখানে হলো পবিত্র হয়ে থাকার কথা। ওরা বলবে এ তো অনেক উঁচু লক্ষ্য। এ তো হতে পারে না। তোমরা বলবে -- বাঃ, কেন হতে পারে না ! এ কথা তো গাওয়া হয়েছে -- কমল ফুলের মতন.... এই দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে লেখা রয়েছে। নিশ্চয়ই বাবাই এমন শিক্ষা দিয়েছেন। এ হলোই ভগবানুবাচ অথবা ব্রাহ্মণদের উবাচ। ভগবান সকলকে শোনান না। ব্রাহ্মণ বাচ্চারাই শোনে। একথা তোমাদের সকলকে বোঝাতে হবে। মূল কথাই হলো পবিত্রতার। কমল ফুলের মতন হতে হবে, জনকের উদাহরণ রয়েছে। সেই জনকই পুনরায় অনুজনক হয়েছে। যেমন রাধা অনুরাধা হয়। কারোর নাম নারায়ণ হলে তাহলে ভবিষ্যতে অনু-নারায়ণ হয়ে যান। এ হলো অ্যাকিউরেট (সঠিক) কথা। তাহলে যারাই আসবে তাদের বোঝাতে হবে। শুনেছি তো সেকেন্ডে জীবন মুক্তি। গৃহস্থ জীবনে থেকেও উচ্চ পদ পাওয়া যেতে পারে। আমরা অনুভবের সঙ্গে বলি, কোনো গাল-গল্প করি না। ভগবানুবাচ -- মুখ্য কথাই বোঝাতে হবে -- ভগবান হলেন সকলেরই পিতা। অবশ্যই জীবনমুক্তি দাতাও হলেন তিনিই। এ হলো প্রবৃত্তি মার্গ। সন্ন্যাসীদের তো হলোই নিবৃত্তি-মার্গ। তারা কখনো রাজযোগ শেখাতে পারে না। তারা তো ঘর-পরিবার ত্যাগ করে পালিয়ে যাবে। তারা এই জ্ঞান দিতে পারে না, এ হলো রাজযোগ। গৃহস্থ জীবনে থেকেও কমল ফুলের মতন পবিত্র থাকতে হবে। সত্যযুগে ভারতে ছিল পবিত্র প্রবৃত্তিমার্গ, ভাইসলেস (নির্বিকারী) দুনিয়া ছিল। রাজত্বে স্ত্রী-পুরুষ দুজনকেই চাই। তাহলে বোঝাতে হয় -- আমরা হলাম অনুভবী। গৃহস্থ জীবনে থেকে কমল ফুলের মতন পবিত্র থাকতে পারা যায়। আমরা জানি যে বাবার দ্বারা পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হয়ে যাই। পবিত্র প্রবৃত্তিমার্গ ছিল, এখন হলো অপবিত্র প্রবৃত্তিমার্গ। এই দুনিয়াই হলো ভ্রষ্টাচারী। ও'টা ছিল শ্রেষ্ঠাচারী দুনিয়া। রাবণ ভ্রষ্টাচারী করে, রাম শ্রেষ্ঠাচারীতে পরিণত করে। অর্ধেক কল্প ধরে চলে রাম রাজ্য চলে। ভ্রষ্টাচারী দুনিয়ায় হয় ভক্তিমার্গ। দান-পুণ্যাদি করতে থাকে কারণ ভ্রষ্টাচার রয়েছে। মনে করে মানুষ যত ভক্তি, দান-পুণ্য করবে তবেই ভগবানকে পাবে। ভগবানের ভক্তি করে। তারা বলে যে এসে আমাদের শ্রেষ্ঠ করো। ভারত শ্রেষ্ঠাচারী ছিল। এখন নেই।

ভ্রষ্টাচারীই শ্রেষ্ঠাচারী হয়। ভারতের নব রচনার কাহিনী কেউ জানেই না। চিত্রের দ্বারা ভালোভাবে বোঝানো যেতে পারে। এমন-এমন চিত্র তৈরি করতে হবে। প্রত্যেক সেন্টারে প্রদর্শনীর চিত্র থাকা উচিত। বাবা ডাইরেকশন দেন অবশ্যই

লিখে দাও যে চিত্র আমাদের কাছে নেই, তখন বাবা ডাইরেকশন দেবেন যে এই চিত্র তৈরি করো। তারপর সকলকে পাঠাও তাহলেই সকলের কাছে প্রদর্শনী হয়ে যাবে। এই চিত্র অত্যন্ত অর্থপূর্ণ। সর্বপ্রথমে এ'কথা বুদ্ধিতে আসা উচিত যে আমরা হলাম বাবার সন্তান। ভগবান হলেন স্বর্গের রচনাকার। নরকের রচয়িতা হলো রাবণ। গোলকের উপরে ১০ মাথাবিশিষ্ট রাবণের চিত্র তৈরি করে দাও। স্বর্গের গোলকের উপরে চতুর্ভুজ। লিখতেও পারো -- এ হলো রামরাজ্য, এ হলো রাবণ রাজ্য। এই সময় রাবণ হলো সর্বব্যাপী। ওখানে আমরা রাম সর্বব্যাপী তো বলতে পারব না। গাওয়াও হয়ে থাকে -- আত্মা-পরমাত্মা পৃথক রয়েছে বহুকাল, তারপর সুন্দর মেলা করে দেয় যখন সদ্গুরুকে পায় দালাল-রূপে। তাহলে অবশ্যই তিনি আসবেন, তাই না? এই হিসেব কেউই জানেনা। সর্বপ্রথমে পৃথক হয়েছে দেবী-দেবতাদের আত্মা। এ হলো নলেজ, কাউকে বোঝাতে হবে। আত্মাদের পিতা তো রয়েছেন, তাই না ! এখন হে আত্মা, আপন বাবার পেশা (অক্যুপেশন) বলো? জানো না নাকি ? এমন সন্তান তো হয় না, যে বাবার পেশা কি তা জানে না। বাবা বসে বোঝান -- তোমরা নিজের জন্মকে জানো না, আমি বুঝিয়ে থাকি। সর্বপ্রথমে যে দেবী-দেবতা থাকে তারাই এত জন্ম নিয়ে থাকে। তাহলে হিসেব করো অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা কত জন্ম নেবে। প্রমাণ করে বলতে হবে -- ম্যাক্সিমাম এত। বৃক্ষের বৃদ্ধি তো হতে থাকে। সর্বপ্রথমে ছিল দেবী-দেবতারা। তাদেরই ৮৪ জন্ম বলা হয়ে থাকে। এ হলো ভারতের নলেজ, তাই না ! প্রাচীন ভারতের নলেজ কে দিয়েছে ? তা ঈশ্বরই দিয়েছেন। নলেজফুল হলেন গড ফাদার, তাই না !ব্রহ্মাকেও নলেজফুল বলা হবে না, শ্রীকৃষ্ণকেও বলা হবে না। শ্রীকৃষ্ণের মহিমাই আলাদা। বোঝার জন্য এ হলো অতি ক্লিয়ার নলেজ। সকলের ভগবান হলেন একজনই নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা। তিনি হলেন রচয়িতা, শ্রীকৃষ্ণ তো হলো রচনা। উচ্চ থেকেও উচ্চ ভগবান হলেন অদ্বিতীয়, তাই না ! তাকে সর্বব্যাপী বলতে পারা যায় না। ভারতে উচ্চ থেকেও উচ্চ(সর্বোচ্চ) হলেন প্রেসিডেন্ট, তারপর নম্বরের অনুক্রমে অন্যেরা আসে। এমন তো নয়, সকলেই হলো একইরকমের। প্রত্যেক আত্মার অবিনাশী পার্ট প্রাপ্ত হয়েছে -- এ'কথা প্রমাণ করতে হবে। নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে সার্ভিসের প্ল্যান তৈরি করতে হবে। কিন্তু যার লাইন ক্লিয়ার থাকবে না, কোনো বিকার থাকবে, নাম-রূপের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকবে তখন সেই কাজ হতে পারবে না। এর জন্য লাইন অত্যন্ত ক্লিয়ার চাই। রেজাল্ট তো শেষেই বেরোবে। এখন সবই হলো নম্বরের অনুক্রমে। মানুষ বলে -- ব্যাস ভগবান এই শাস্ত্র রচনা করেছেন। এখন ব্যাসদেব তো ভগবান হতে পারেন না। বাস্তবে ধর্মের শাস্ত্রই হলো চারটি। ভারতের ধর্মশাস্ত্র হলোই একমাত্র মাতা-পিতারূপী গীতা। উত্তরাধিকার ওঁনার থেকেই প্রাপ্ত হয়। মায়ের দ্বারা বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। গীতামায়ের বাবা হলেন রচয়িতা। তাহলে গীতার দ্বারাই বাবা প্রাচীন সহজ রাজযোগের নলেজ দিয়েছেন। গীতা হলো ভারত ভূখণ্ডের শাস্ত্র। তারপর ইসলামের নিজস্ব ধর্মশাস্ত্র রয়েছে, বুদ্ধের নিজস্ব রয়েছে, খ্রিস্টানের নিজস্ব রয়েছে। গীতা হলো সকলের মাতা-পিতা, বাকি শাস্ত্র হলো সন্তান। সেগুলি পরে বেরিয়েছে। এছাড়া এত বেদ উপনিষদ ইত্যাদি এসব কোন্ ধর্মের? এ কথা তো জানা উচিত যে এগুলি কে বলেছেন ? এর দ্বারা কোন্ ধর্মের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে ? কোনো ধর্ম তো নেই। প্রথমে তো প্রমাণ করতে হবে যে গীতাকে খন্ডিত করা হয়েছে। বাবার বদলে বাচ্চার নাম দিয়ে দেওয়া হয়েছে। জীবন চরিত্র তো সকলের আলাদা আলাদা। বাবা বলেন 'সর্বধর্মানি পরিত্যাজ্য.... মামেকম্ স্মরণ করো। পরমাত্মা আত্মাদের বলেন -- তোমরা অশরীরী হও, আমাকে স্মরণ করো। অশরীরী বাবাই এমন বলতে পারেন। সন্ন্যাসী তো বলতে পারে না। এ হলো গীতার অক্ষর(কথা)। সকল ধর্মাবলম্বীদের বলে -- অশরীরী ভব। এখন নাটক সম্পূর্ণ হতে চলেছে। সকলেই মন্ত্র পায় যে দেহ-সহ দেহের সমস্ত সম্বন্ধ ত্যাগ করে, মামেকম্ স্মরণ করো তবেই তোমরা আমার কাছে আসবে। মুক্তির পরে জীবনমুক্তি অবশ্যই আছে।পদ রয়েছে জীবনমুক্তির ভায়া মুক্তি। যারাই আসে সতঃ, রজঃ, তমঃর মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। বোঝানো কত ভালো। কিন্তু বাচ্চারা এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দেয়। এমনিতে হলো অতি সহজ।

তোমরা জায়গায় জায়গায় প্রদর্শনী করো, সংবাদপত্রের উপরেও যাও। খরচা করতে পারো। অবশ্যই সবাই শুনবে। সংবাদপত্রে তো অবশ্যই দিতে হবে। বাচ্চাদের অত্যন্ত নেশা থাকা উচিত। এছাড়া সময় অতি অল্প বেঁচে রয়েছে। অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভব গোপ-গোপীদেরকে জিজ্ঞাসা করো। গাওয়াও হয়ে থাকে -- এ হলো গোপী-বল্লভের গোপ-গোপীরা। গোপ-গোপীরা না সত্যযুগে থাকে, না কলিযুগে থাকে। ওখানে লক্ষ্মীদেবী, রাধাদেবী হয়। গোপ-গোপীরা এখন রয়েছে, গোপীবল্লভের সন্তানেরা হলো পৌত্র-পৌত্রী। অবশ্যই দাদাও থাকবে। দাদা, বাবা আর মাম্মা -- এই নতুন রচনা হলো সঙ্গমের। বাবা বলেন আমি প্রতি কল্পে, কল্পের সঙ্গমযুগে আসি, নতুন দুনিয়া রচনা করার জন্য। আসুরীয় সন্তান থেকে তোমরা ঈশ্বরীয় সন্তান হয়েছো, তারপর হবে দৈবী সন্তান। তারপর ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সন্তান হবে -- ৮৪ জন্মে। তারপর সাথে সাথে বৃদ্ধিও হতে থাকবে। বৃক্ষ পুরোপুরি কমপ্লিট হওয়া চাই। প্রলয় হয় না। ভারত হলো অবিনাশী ভূখণ্ড। ভারতের অনেক মহিমা করতে হবে। ভারত সকল ভূখণ্ডের থেকে শ্রেষ্ঠ। বিনাশ কখনও হয় না। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

রাত্রি ক্লাস ১৬-০৪-৬৪

তোমরা অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বাচ্চারা ব্যতীত কারোরই এ'কথা জানা নেই যে সঙ্গমযুগ কবে হয়। কল্পের এই সঙ্গম যুগের মহিমা অনেক। বাবা এসে রাজযোগ শেখান। সত্যযুগের জন্য তো অবশ্যই সঙ্গমযুগই আসবে। আছেও মানুষই। তার মধ্যে কেউ কনিষ্ঠ(নীচ), কেউ উত্তম। ওনার কি যেদের সামনে মহিমা কীর্তন করা হয় -- আপনারা হলেন পুরুষোত্তম, আমরা হলাম নীচ। নিজেরাই বলে -- আমি হলাম এইরকম, এইরকম।

এখন এই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগকে তোমরা ব্রাহ্মণেরা ব্যতীত কেউই জানে না। এর অ্যাডভার্টাইজমেন্ট কিভাবে করা হবে যাতে মানুষ জানতে পারে। সঙ্গম যুগে ভগবানই এসে রাজযোগ শেখান। তোমরা জানো যে আমরা রাজযোগ শিখছি। এখন এমন কোন্ যুক্তি রচনা করা হবে যাতে মানুষ জানতে পারে। কিন্তু তা হবে ধীরে। এখনো সময় পড়ে রয়েছে। অনেকেই গেছে অল্প আছে.....। আমরা বললে তখন মানুষ শীঘ্রই পুরুষার্থ করবে। না হলে তো জ্ঞান সেকেন্ডে প্রাপ্ত হয়। যারফলে তোমরা সেই সময়ই সেকেন্ডে জীবনমুক্তি পেয়ে যাবে। কিন্তু তোমাদের মাথার উপর অর্ধেক কল্পের পাপ রয়েছে, তা থোড়াই সেকেন্ডে দূর হয়ে যাবে। এতে তো সময় লাগে। মানুষ মনে করে এখনো তো সময় পড়ে রয়েছে, এখন আমরা ব্রহ্মাকুমারীদের কাছে কেন যাব ! লিটারেচার থেকে উল্টোও তুলে নেয়। ভাগ্যে না থাকলে তখন উল্টো তুলে নেয়। তোমরা বোঝো যে এ হলো পুরুষোত্তম হওয়ার যুগ। হীরেতুল্যের গায়ন রয়েছে, তাইনা ! তারপর কম হয়ে যায়। গোল্ডেন এজ (স্বর্ণযুগ), সিলভার এজ (রৌপ্যযুগ)।এই সঙ্গমযুগ হলো ডায়মন্ড এজ। সত্যযুগ হলো গোল্ডেন এজ। এ'কথা তোমরা জানো যে স্বর্গের থেকেও এই সঙ্গম হলো ভালো, এ হলো হীরেতুল্য জন্ম। অমরলোকের গায়ন রয়েছে, তাই না! তারপর কম হতে থাকে। তাহলে এও লিখতে পারো পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ হলো ডায়মন্ড, সত্যযুগ হলো গোল্ড, ত্রেতা হলো সিলভার.....। তোমরা এও বোঝাতে পারো যে সঙ্গমেই আমরা মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হই। অষ্টরত্ন তৈরি করে, তাই না ! তাহলে ডায়মন্ডকে মাঝখানে রাখা হয়ে থাকে। সঙ্গমের শো হয়। সঙ্গমযুগ হলোই হীরে-তুল্য। হীরের মান সঙ্গম যুগেই রয়েছে। যোগ ইত্যাদি শিখিয়ে থাকে, যাকে স্পিরিচুয়াল যোগ বলা হয়। কিন্তু স্পিরিচুয়াল তো হলেন বাবাই। রুহানী ফাদার এবং রুহানী নলেজ সঙ্গমেই প্রাপ্ত হয়। মানুষ যাদের মধ্যে দেহ অহংকার রয়েছে, তারা এত তাড়াতাড়ি কিভাবে মানবে? গরিব ইত্যাদিদের বোঝানো হয়ে থাকে। তাহলে এও লিখতে হবে যে সঙ্গমযুগ ইজ ডায়মন্ড। এর আয়ু এতো। সত্যযুগ হলো গোল্ডেন এজ তাহলে এর আয়ু এত। শাস্ত্রতেও স্বস্তিকা আঁকা হয়। তাহলে বাচ্চারা তোমাদেরও যদি এই স্মরণ থাকে তাহলে কত খুশি থাকবে ! স্টুডেন্টদের খুশি থাকে, তাই না ! স্টুডেন্ট লাইফ ইজ দ্য বেস্ট লাইফ। তা হলো সোর্স অফ ইনকাম (উপার্জনের পথ)। এ হলো মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হওয়ার পাঠশালা। দেবতারা তো বিশ্বের মালিক ছিল। এও তোমরা জানো। তাহলে অগাধ খুশি থাকা উচিত, সেইজন্য গায়ন রয়েছে -- অতীন্দ্রিয় সুখ গোপ-গোপীদেরকে জিজ্ঞাসা করো। টিচার তো শেষ পর্যন্ত পড়ায় তাহলে ওঁনাকে শেষ পর্যন্ত স্মরণ করা উচিত। ভগবান পড়ান আর পুনরায় ভগবান সাথে করেও নিয়ে যান। ডাকতেও থাকে লিবারেটর, গাইড। দুঃখ থেকে মুক্ত করো। সত্যযুগে দুঃখ থাকেই না। বলা হয়ে থাকে, বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা হোক। বলো আগে কবে ছিল? সেটা কোন্ যুগ ছিল? কারোরই জানা নেই । রামরাজ্য হলো সত্যযুগ, রাবণ-রাজ্য হলো কলিযুগ। এ'কথা তো জানো, তাই না ! বাচ্চাদের অনুভব শোনানো উচিত। হৃদয়ের কথা কি শোনাবো। অসীম জগতের বাবা অসীম জগতের বাদশাহী প্রদানকারীকে পেয়েছি, আর কি অনুভব শোনাব। আর কোনো কথাই নেই। এর মতন খুশি আর কেউ হতে পারে না। কারোরই কারোর প্রতি অভিমান করে বাস্তবে ঘরে বসে থাকা উচিত নয়। এ হলো যেন নিজের ভাগ্যের উপরেই রুষ্ট হওয়া। এ হলো মায়া। যজ্ঞে অসুরদের দ্বারা বিঘ্নের সৃষ্টি হয়, তাই না ! আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি রুহানী বাচ্চাদের প্রতি রুহানী বাবা এবং দাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন গুড নাইট । আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে আত্মাদের পিতার নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) বাবা যা শোনান তা এক কান দিয়ে শুনে অপরটি দিয়ে বের করে দেবে না। জ্ঞানের নেশায় থেকে অতীন্দ্রিয় সুখের

অনুভব করতে হবে।

২) সকলকে সেকেন্ডে মুক্তি-জীবনমুক্তির অধিকার প্রদানের জন্য এই মহামন্ত্র শোনাতে হবে যে "দেহ-সহ দেহের সকল সম্বন্ধকে ত্যাগ করে বাবাকে স্মরণ করো"।

বরদানঃ- ক্লিয়ার বুদ্ধির দ্বারা প্রতিটি কথাকে পরখ করে যথার্থ নির্ণয়কারী সফলতা-মূর্তি ভব

বুদ্ধি যত ক্লিয়ার (স্বচ্ছ) হয় ততই পরখ করার শক্তি প্রাপ্ত হয়। অত্যধিক কথা চিন্তা করার বদলে অদ্বিতীয় বাবার স্মরণেই থাকো, বাবার কাছে স্বচ্ছ থাকো তাহলেই প্রতিটি কথাকে সহজেই পরখ করে যথাযথ নির্ণয় করতে পারবে। যে সময়ে যেমন পরিস্থিতি, যেমন সম্পর্ক-সম্বন্ধীয়দের মুড, সেইসময়ে সেই মতন চলা, তাকে পরখ করে নির্ণয় করা এও হলো অনেক বড় শক্তি যা সফলতা মূর্তি বানিয়ে দেয়।

স্লোগানঃ- জ্ঞান-সূর্য বাবার সাথে লাকি (সৌভাগ্যশালী) নক্ষত্র হলো সে-ই যে জগতের অন্ধকারকে দূর করে দেবে, অন্ধকারে আসবে না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;